প্রসঙ্গ রামশীল

সাম্প্রদায়িকতার বাস্তবতা ও তাৎপর্য

রাশেদ খান মেনন

রামশীল। গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ার বিলের মধ্যে নিভৃত এই পল্লী অঞ্চল যেন হঠাৎ করেই বিখ্যাত হয়ে উঠল। অবশ্য রামশীলের এই খ্যাতির মধ্যে কোনো আনন্দ নেই। আছে দুঃখ আর কান্না। আছে কলঙ্ক। যে সাম্প্রদায়িকতাকে চৌষট্টির দাঙ্গা প্রতিরোধ আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে কবর দেয়া হয়েছিল বলে মনে করা হতো সেই সাম্প্রদায়িকতা যে দগদগে ক্ষতের মত এখনও আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনকে বিষিয়ে চলেছে রামশীল তার প্রমাণ। আর এই সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ ধর্ম নিয়ে, সংঘর্ষ নিয়ে ঘটেনি। ঘটেছে রাজনীতি নিয়ে। সুতরাং তার তাৎপর্য আরও গভীর। আরও সুদূরপ্রসারী।

১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর থেকেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নির্বাচনোত্তর সংঘর্ষের খবর আসছিল। আসছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণের খবর। সবাই মনে করেছিল, দু'একদিনেই এই নির্বাচনী উত্তেজনা কমে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত হবে। কিন্তু রামশীল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে এসব নির্বাচনী হাঙ্গামার একটা প্যাটার্ন আছে। আর সে প্যাটার্নটা হচ্ছে সমাজের অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রেণী সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ করা। এই আক্রমণের কারণেই বরিশালের গৌরনদী আগৈলঝড়ার কয়েক সহস্র সংখ্যালঘুকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল রামশীলে। তাদের অনেকেই ফিরে গেছেন, অনেকেই ফেরেননি। রামশীলের জনপদ এখনও এসব অত্যাচারিত সংখ্যালঘুদের বোবা কান্নায় ভারী।

রামশীলের ঘটনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদে সংখ্যালঘুরা

'প্রথম আলো' যখন খবর দিয়েছে যে আগৈলঝড়া, গৌরনদী, মোল্লারহাট, চিতলমারী অঞ্চলের প্রায় পনেরো সহস্রাধিক সংখ্যালঘু হিন্দু নারী-পুরুষ রামশীলে এসে আশ্রয় নিয়েছে,

সে খবরের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে গোপালগঞ্জ ওয়ার্কার্স পার্টির জেলা সম্পাদক ও স্থানীয় 'দৈনিক যুগকথা'র সম্পাদক শেখ মহম্মদ ইলিয়াসকে সেখানে গিয়ে প্রকৃত খবর জেনে আসতে বলেছিলাম। গোপালগঞ্জ থেকে ফিরে যে খবর তিনি দিলেন তাতে আশ্রয় গ্রহণকারীদের সংখ্যা অত না হলেও বিপুলসংখ্যক হিন্দু নর-নারী যে রামশীলে এসে আশ্রয় নিয়েছেন সেটা জানা গেল। ইতিমধ্যে দেশের অন্যান্য জায়গা, বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের বরিশাল, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা থেকে একই খবর পাওয়া যেতে লাগল।

নির্যাতন বন্ধের প্রতিবাদে নাগরিক সমাজের বিক্ষোভ

নির্বাচনের আগে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করার পরপরই ভোলা, নাটোর, নওগাঁয় সংখ্যালঘু হিন্দু ও আদিবাসীদের ওপর সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটে, তাতে আমরা সরকারকে অবিলম্বে এদিকে দৃষ্টি দেয়ার কথা বলেছিলাম। কারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্ষমতা প্রত্যাশী রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহারের কৌশল সম্পর্কে আমাদের জানা ছিল। সম্প্রতি সারা দেশে দক্ষিণপন্থি প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির যে ঊর্ধ্বাগমন ঘটেছে তাতে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিপদ যে আরও বাড়বে সেটা বুঝতে কোনো অসুবিধা ছিল না। বস্তুত বাংলাদেশের নির্বাচনে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভোটের বিভাজন একটি বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। সারা দেশে দক্ষিণপন্থি ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থানের কারণে সেটা যেন এবার প্রবল রূপ ধারণ করেছিল। নির্বাচনে বড় দলগুলোর ধর্মাশ্রয়ী প্রচার, কুৎসা ও মিথ্যা সমস্ত নির্বাচনী পরিবেশকেই প্রথম থেকেই কলুষিত করেছিল। আর এর সাথে যুক্ত ছিল সংঘাত-সংঘর্ষ বা কনফ্রন্টেশনের রাজনীতি। সুতরাং নির্বাচনোত্তর সময়ে যে এর ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে সেটা স্বাভাবিক। আর এই প্রতিক্রিয়াই সাম্প্রদায়িকতার রূপ পরিগ্রহ করে নির্বাচনের পরে উপস্থিত হয়েছে।

রামশীল ছিল এই প্রতিক্রিয়ারই প্রতিচ্ছবি। গৌরনদী-আগৈলঝড়া থেকে যারা রামশীলে আশ্রয় নিয়েছেন তারা আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিলেন। এদের কেউ কেউ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশই সাধারণ মানুষ। নির্বাচনের পর বিজয়ী বিএনপি'র সন্ত্রাসীরা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ছাড়াও এই সংখ্যালঘু সাধারণ মানুষকে তাদের প্রতিহিংসার টার্গেট করেছে। আর সব চাইতে দুর্ভাগ্যজনক যে, যে আওয়ামী লীগকে তারা ভোট দিয়েছে বা সমর্থন করে বলে আক্রান্ত হয়েছে সেই আওয়ামী লীগ তাদের ঐ অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলে রেখে শহরে অথবা বিদেশে পালিয়ে গেছে। এমনকি রামশীল আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার নিজস্ব নির্বাচনী এলাকা হওয়ার পরও সেখানে কয়েক হাজার সংখ্যালঘু আশ্রয় গ্রহণ করলেও তাদের খোঁজ নিতে আওয়ামী লীগের কোনো কেন্দ্রীয় নেতা আসেননি। তারা তখন ব্যস্ত ছিলেন নির্বাচনে 'স্থূল কারচুপি'র খোঁজ নিতে।

কোটালীপাড়ার রামশীলে যখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আশ্রয়প্রার্থীরা এভাবে এসে আশ্রয় নিচ্ছেন তখনও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আছেন। নির্বাচনের সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংখ্যালঘু ও মহিলারা যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কথা বলেছিল। প্রশাসনের ভূমিকা ও সেনাবাহিনীর উপস্থিতির কারণে দু'একটি বিচ্ছিন্ন এলাকা ছাড়া সেটা নিশ্চিত করা হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু সেই সংখ্যলঘুরা যখন নির্বাচনের পরে তাদের পছন্দানুযায়ী প্রার্থী ও দলকে ভোট দিতে গিয়ে বিপদগ্রস্ত হলেন তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পূর্ণ হাত গুটিয়ে বসে থাকেননি কেবল, এসব ঘটনাকে নির্বাচনোত্তর উত্তেজনা বলে লঘু করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনারও এই মনোভাব প্রকাশ করেছেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনারও একই মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তাদের এই নিরুত্তাপ মনোভাবই সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের উৎসাহিত করেছে। প্রশাসন এ ধরনের ঘটনা রোধে নিশ্চেষ্ট রয়েছে। অবশ্য বিষয়টিকে এভাবে সরলীকরণ করে দেখাটা ঠিক হবে না। বস্তুত, আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজে সাম্প্রদায়িকতা এমনভাবে খুঁটি গেড়ে বসেছে যে, শাসনক্ষমতায় যারাই অধিষ্ঠিত হোন তাকে অতিক্রম করে তারা দৃষ্টিপাত করতে পারেন না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার অন্যান্য কাজের জন্য প্রশংসা পেলেও এই একটি ঘটনার জন্য তাকে ভবিষ্যতেও এই কলঙ্কের দায় বইতে হবে।

তবে রামশীল নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী বিএনপি ও তার চারদলের মিত্রদের দক্ষিণপন্থি সাম্প্রদায়িক চেহারাটা আবার উন্মোচিত করল। রামশীলে যারা এসেছেন তাদের সবারই একই অভিজ্ঞতা। নির্বাচনে বিজয়ী বিএনপি'র সন্ত্রাসীরা তাদের ওপর নিপীড়ন চালিয়েছে। বাড়িঘর লুট করেছে। মেয়েদের শ্লীলতাহানি করেছে।

তারা যে আরেকটা অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন তা হলো, একাত্তরে সংখ্যালঘুদের ওপর পাকিস্তানি বাহিনী বা রাজাকারদের আক্রমণের সময় তাদের স্বগোত্রীয় কেউ ঐ আক্রমণকারীদের পথ দেখিয়ে দেয়নি– যেটা হয়েছিল মুসলমানদের ক্ষেত্রে। কিন্তু এবার গৌরনদী-আগৈলঝড়ার সংখ্যালঘুদের ওপর এই আক্রমণের সময় ঐ সংখ্যালঘুদের মধ্যে যারা বিএনপি'র নেতৃস্থানীয় ছিলেন তারা এসব সন্ত্রাসীদের তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ স্বধর্মীয় ব্যক্তিদের দেখিয়ে দিয়েছেন। এমনকি সংখ্যালঘুদের ওপর যে কোনো আক্রমণ হয়েছে সেটাও এরা স্বীকার করছেন না। বিজয়ী বিএনপি এদেরই সভায়-মঞ্চে তুলে দিয়ে তাদের নেতা-কর্মীদের দ্বারা সংঘটিত এই সাম্প্রদায়িক অপরাধ স্খলনের চেষ্টা করেছে।

বিএনপি ও চারদলের সরকারের এই চেহারারই নগ্ন প্রকাশ ঘটিয়েছেন নতুন বিএনপি সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল আলতাফ হোসেন চৌধুরী। সারা দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা-আক্রমণের ব্যাপারে সরকার কি পদক্ষেপ নিচ্ছে বিবিসি তার কাছে সেটা জানতে চাইলে তিনি বেশ কায়দা করেই জওয়াব দিয়েছিলেন, 'এর কিছুটা

ষড়যন্ত্রমূলক, কিছুটা গুজব, কিছুটা সত্য।' কিন্তু উপদ্রুত এলাকা সফরের নাম করে হেলিকপ্টারে উড়াল দিয়ে যেটা তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন, তা হলো– 'এর সবটাই সাজানো নাটক'। আওয়ামী সন্ত্রাসীরা প্রতিশোধের ভয়ে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় এসব সংখ্যালঘুদের তাদের সঙ্গে যেতে বাধ্য করেছেন। তারপরও তিনি আকাশে হেলিকপ্টার থেকে রামশীলে উঁকি মেরে দেখেছেন যে, সেখানে কেনো 'শরণার্থী' দূরের কথা, কোনো মানুষই নেই।

গণতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িকতা পাশাপাশি চলতে পারে না। এই সাম্প্রদায়িকতা এ দেশের গণতন্ত্রকে বারবার ধ্বংস করেছে। এবারও করবে

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঐ কথার একদিন পরই এগারো দলের কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দসহ আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। তখনও সেখানে আশ্রিতরা অবস্থান করছেন। তবে কোনো আশ্রয় কেন্দ্রে নয়, রামশীলের বিভিন্ন গ্রামে। প্রথমে একটি স্কুল খুলে দেয়া হয়েছিল আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য। তবে অধিকাংশই জায়গা নিয়েছেন আত্মীয়-স্বজনদের কাছে। অবস্থাটা এমনই ছিল যে, রামশীলে যাতে হামলা না হয় সে জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে সেখানে পুলিশ ক্যাম্প বসাতে হয়েছে। জেলা প্রশাসন, স্থানীয় প্রশাসন ঐ স্থান দেখে যাচ্ছে। অনেকে অবশ্য ইতিমধ্যে ফিরে গেছেন অথবা অন্যত্র গেছেন। কিন্তু অনেকেই যেতে পারেননি। কারণ তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা হবে না সে সম্পর্কে তারা নিশ্চিত নন।

দুর্গাপূজা অনুষ্ঠানের ব্যাপারেও একই কথা। শারদীয় দুর্গা উৎসব হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এ দেশের সংস্কৃতিরও অংশ। সেই পূজা অনুষ্ঠানের আনন্দ তো রহিত বটেই, নিরাপত্তার ব্যাপারেও কেউ নিশ্চিত নন। এখন বাড়তি ঝামেলা হচ্ছে যে, বিএনপি'র নেতা-কর্মীরা সব স্বাভাবিক আছে দেখাবার তাগিদে হিন্দুদের জোর করে পূজা করার কথা বলছে। পূজা না করলে সেটাও নাকি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। সেই অপরাধের জন্য চাঁদা দিতে হবে।

রামশীল ঘুরে এসেছি। সারা দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর যে হামলা-আক্রমণের ঘটনা ঘটছে তা এখন আর কারও অজানা নয়। সাংবাদিকদের অনুসন্ধানী রিপোর্ট, মানবাধিকার কর্মীদের সরেজমিন তদন্ত, এনজিওদের প্রতিবেদন সব কিছুই দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক তান্ডবের ঘটনার প্রমাণ হাজির করছে। অবশ্য এসব ঘটনায় প্রমাণের কিছু নেই। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দশজন আক্রান্ত হয়েছেন, নাকি দশ হাজার, রামশীলে আশ্রয়গ্রহণকারীর সংখ্যা কত এ নিয়ে বিতর্কে লাভ নেই। বিষয়টা হচ্ছে যে, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের পথে যাত্রার আরেকটি সোপান অতিক্রম করা হলো বলে আমরা দাবি করছি, সেই নির্বাচনেই আমাদের সামনে এদেশের রাজনীতি ও সমাজের সাম্প্রদায়িক কীটদ্রষ্ট চেহারাটি তুলে ধরল।

গণতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িকতা পাশাপাশি চলতে পারে না। এই সাম্প্রদায়িকতা এ দেশের গণতন্ত্রকে বারবার ধ্বংস করেছে। এবারও করবে। সাম্প্রতিক নির্বাচন ও নির্বাচনের পরে সাম্প্রদায়িকতার যে প্রকাশ ঘটানো হলো তাকে ভিত্তি করে এদেশের সংবিধানকে আরেক দফা সাম্প্রদায়িক রূপ দেয়ার প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

সংসদে বিএনপি ও চারদলের সংবিধান সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক নির্বাচন বা সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করে সংবিধান সংশোধনের কোনো উদ্যোগ নেয়া হলেও তাতে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না। ক্ষমতাসীন মহলের ঘনিষ্ঠজনদের কাছ থেকে একথা এসেছে। সংখ্যালঘুদের মধ্যেও এই ধারণা সমর্থনের জন্য লোকের অভাব হবে না। বরং তাকে তারা স্বাগত জানাবে।

বস্তুত উপমহাদেশে রাজনীতি ও সমাজের এই সাম্প্রদায়িক বিভাজন আগের চেয়ে অনেক বেশি। ভারতে হিন্দু মৌলবাদী বিজেপি ক্ষমতায় গিয়ে রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সচেষ্ট। বাংলাদেশের চারদলের সরকারও সে কাজে পিছিয়ে থাকবে না।

রামশীলের ঘটনাকে তাই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। নির্বাচনোত্তর সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এ দেশের সংখ্যালঘুদের মনে যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে রামশীল তার একটি প্রমাণ। এখনই নিরাময় করা না হলে এই ক্ষতই বিশাল আকার ধারণ করবে। রামশীলের মতো আর কোথাও যাতে সংখ্যালঘুদের আশ্রয়ের জন্য ছুটে যেতে না হয়, নিজ গ্রাম ও ঘরেও যাতে তারা নিজেদের নির্বান্ধব মনে না করেন সেটা দেখা সব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের কর্তব্য। রামশীল এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের ওপর এই বাড়তি দায়িত্ব আরও নির্দিষ্টভাবে চাপিয়ে দিয়েছে। দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকেই অসম্প্রদায়িকতার সেই পুরনো পতাকাকে আবারও দৃঢ় হাতে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে।

শরতের মেঘহীন আকাশের মতো আমাদের রাজনীতি ও সমাজের আকাশ নির্মল হয়ে উঠুক শারদোৎসবের প্রাক্কালে এটাই কামনা।